কুষ্টিয়ায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন সমাজসেবার উপ-পরিচালক

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (রোগীকল্যাণ সমিতির) পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের। দুপুরে তিনি এ কার্যক্রম পরিদর্শণ করেন।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার মো: মাহমুল হাসিব।

এসময় অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তিনি হাসপাতাল সমাজসেবার কার্যক্রম পরিদর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করে কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরের সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজ করে চলে অবিরত, এছাড়াও পারষ্পারিক সহযোগিতা এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সমাজসেবা অধিদফতরের সমাজকর্মে জনগনকে সম্পৃক্ত করাসহ হাসপাতালের দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা,তাদের ওষধপথ্য প্রদান সহ জন চাহিদার আলোকে দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা

মেহেরপুরে বাড়ছে ঠাণ্ডাজনিত রোগী

আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে মেহেরপুরের হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠাণ্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা। এক দিনে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল

(আরএমও) মোখলেছুর রহমান বলেন শীতের শুরুতে শীত জনিত রোগের প্রকোপ একটু বাড়ে। এজন্য শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি বেশী করে যত্নশীল হতে হবে। এছাড়া শিশুর যেনো ঘেমে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে মায়েদের বেশী করে নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের খুব গরম না আবার যেনো শীতের মধ্যে না নাতিশীতোষ পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তাদের ধুলাবালি থেকে দুরে রাখতে হবে।

এছাড়া শিশুদের খাবার এবং খাবারের পাত্র পরিস্কার পরিচছন্ন ও জীবানুমুক্ত রাখতে এবং পচা বাসি খাবার পরিহার করার পরামর্শ দেন তিনি।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।

গাংনীতে বিষপানে যুবকের মৃত্যু, গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা

বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে বিষপান করার ৬ দিন পর মারা গেছেন নুর নবী(২২) নামের এক যুবক।
গত আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখে বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে নুন নবী বিষ পান করেন। দীর্ঘ ৬ দিন চিকিৎসার পর শনিবার
(৩ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে কৃুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
নুর নবী গাংনী উপজেলার কসবা মাঝেরপাড়া এলাকার মর্তেজ মিস্ত্রির ছেলে। সে নিজেও পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।
জানা গেছে, বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে সে বিষপান করেছিলো। ৬ দিন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার পর আজকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
শনিবার বিকালের দিকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
এদিকে পারিবরিক কলহের জের ধরে মুন্নি খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধু গলাই দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে।
মুন্নি খাতুন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলামের

স্ত্রী।
শনিবার বিকালে পারিবরিক কলহের জের ধরে সে গলাই দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য আহত হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন

প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন ইউপি সদস্য ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম। শনিবার রাত ৮ টায় ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার দমদমা বাজারে। বর্তমানে সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে কয়েক দিন যাবৎ ওই এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তাপ চলছিল। এ ঘটনা এরই বহির প্রকাশ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুক্তভোগী ইউপি তাইজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান মিজানুর খানের পক্ষে কাজ না করায়, তাঁর লোকজন আমাকে মেরে আহত করেছেন।

তিনি বলেন,শনিবার রাত ৮ সময় স্থানীয় দমদমা বাজারে মশিয়ারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এ সময় ওই দোকানে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। সে এসে বলেন তুই নাকি আমাদের বিপক্ষে ভোট করছিস। এরমধ্যেই আরো ১০/১২ ওইস্থানে আসেন। ঘিরে ধরে আমাকে রড, হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে।

পরে স্থানীয় এসে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলেন। তারা আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ও বাধা সৃষ্টি করেন। পরে সার্কেল সাহেবের হস্তক্ষেপে আমি হাসপাতালে আসতে পারি। এ সময় ৮৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন, তারা ছিনিয়ে নেন বলে দাবি ইউপি সদস্যের। তাইজুল ইসলাম এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওর্য়াডের ইউপি সদস্য। এ ছাড়া তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সে উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান বলেন,সারা শরিরে কালো ফুলা দাগ রয়েছে। চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাতের এক্সরে করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট

আসলে বলা যাবে কি অবস্থা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, ওই সময় রাউন্ডে ছিলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তাইজুল নামের একজন বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে। এ সময় কে মেরেছে জানতে চাইলে,বলেন,রাজিব,আক্তার,শিপলু সহ কয়েক জন মিলে মারপিট করেছে।

তিনি বলেন,জানতে পারলাম রবিবার একটা স্কুলের ম্যানেজিং কিমটির নির্বাচন রয়েছে। ওই নির্বাচন ঘিরে প্রতিপক্ষরা তাকে মারতে পারে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

এবার গাংনীতে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব। এক সপ্তাহে শতাধিক আক্রান্ত

মেহেরপুরের পর এবার গাংনীতে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আশংকাজনকহারে। এ উপজেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ২৫ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া গত এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন। ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও নারীর সংখ্যা বেশী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূএ থেকে জানা গেছে, প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ভর্তি হচ্ছেন রোগী। হাসপাতালের ডায়রিয়া আক্রান্তদের জন্য আলাদা কোনো বেড না থাকায় সাধারণ রোগীদের সাথেই গাঁদা গাদি ঠাঁসাঠাসি করে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া হাসপাতালের মেঝেতে বারান্দায় রাখতে হচ্ছে তাদের।

জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম জানান, গত এপ্রিল মাসে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব বেশী হয়েছিল। কিছু যেতে না যেতেই আবারও শুরু হয়েছে ডায়রিয়া। এটা অস্বাভাবিক বলে জানালেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আশরাফুল ইসলাম লিটন বলেছেন, ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের চিকিৎসার কোনো সংকট নেই। তাবে, রোগীরা আসছেন তাদের শেষ সময়ে। যখন শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ছেন তখন তারা চিকিৎসা নিতে আসছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা এবং ওষধপত্রের সংকট নেই বলেও জানান তিনি। এসময় বাসি, পচা খাবার না খাওয়া, ফলফলাদি খাওয়ার সময় ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার করে খাওয়া এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পরামর্শ দেন তিনি।
উল্লেখ্য, ২৫০ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এক সপ্তাহে পাঁচ শতাধিক ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় ভর্তি ১০৮ ডায়রিয়া রোগী

মেহেরপুরে পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া প্রকোপ আকার ধারণ করেছে। গত রবিবার সকাল থেকে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরা জীবণু শনাক্ত হয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ৪ দিনের ব্যবধানে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন ৩২৪ জন। এসব রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩১ জন।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নার্স ইনচার্জ নিপু আক্তার জানান, প্রতিদিনই ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। রোগীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং বয়সে তরুণ। ২৫ জন সেবিকা (নার্স) ছাড়াও অন্যান্য

ওয়ার্ড থেকে নার্স এনে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তাই পড়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআরকে জানানোর পাশাপাশি নিয়েছেন বাড়তি ব্যবস্থা। তবে স্যালাইনসহ অন্যান্য ওষুধপত্র ও চিকিৎসাসেবা ভাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআর থেকেও একটি টিম এসে ডায়রিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসের ২০ দিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধি পেয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ভর্তি থাকছেন ১০০ থেকে ১২০ জনের কাছাকাছি রোগী। হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য ১০ শয্যা সংরক্ষণ থাকলেও রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালের তিন তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ডরমেটরিতে ডায়রিয়া ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের জন্য সেখানেও সংকুলান হচ্ছেনা। ডরমেটরিতে স্থাপিত ওয়ার্ডের প্রতিটি রুমে ৪ জন করে ও হাসপাতালের বারান্দাসহ বিভিন্ন স্থানে গাঁদাগাঁদি, ঠাঁসা ঠাসি করে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের।

ডায়রিয়া আক্রান্ত আলমগীর হোসেন, নিগার নেছা বলছেন, হাসপাতাল থেকে স্যালাইনসহ বেশ কিছু ওষুধ পাওয়া গেলেও বাইরে থেকেও কিছু ওষুধ কিনতে হচ্ছে। তবে নার্সদের সেবায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ভিড়ে স্বজনরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে জানালেন ডায়রিয়া আক্রান্ত ভর্তি রোগী মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার ইফতি খাতুন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মোখলেছুর রহমান জানান, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মেহেরপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লার বাসিন্দা। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলেই বাকিরাও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এপ্রিল মাসে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও ডায়রিয়াতে প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিল। মাত্র ২০/২৫ দিনের ব্যবধানে আবারও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অস্বাভাবিক।

আইইডিসিআর এর সহকারী মাঠ গবেষক রেজাউল করীম বলেন, আমরা মেহেরপুরসহ ২২ টি জেলাতে কলেরার গবেষণা কাজ করছি। গত চার দিনে

হঠাৎ এ জেলাতে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৭ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরার জীবাণু সনাক্ত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কোনো জেলাতে হয়নি। বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন যাদের শরীরে কলেরার জীবাণু পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই শহরের মধ্যে’র বাসিন্দা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ডায়রিয়া মূলত পানিবাহী রোগ। এছাড়া রাস্তার খাবার, বাসি-পচা খাবার খেলেও ডায়রিয়া হতে পারে। তবে ডায়রিয়া হবার মূল কারণ দূষিত পানি। খাবার পানিসহ নিত্য ব্যবহার্য পানিও হতে হবে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ।

চিকিৎসক সোনিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। মেহেরপুর আমলী আদালতের প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি আমলে নিয়ে এই মামলাটি করেন। বিজ্ঞ আদালতের বিশেষ নির্দেশের প্রেক্ষিতে নথি উপ¯’◌াপন করা হলো বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে/২০২২ ইং তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রথম পাতায় “ মেহেরপুরে চিকিৎকের নির্দেশিত ক্লিনিকে সিজার না করাই রোগীর প্রতি অবহেলা, ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠণ” শীরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের মনোনীত ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না নেয়ায় রোগীর স্বজনদের উপর ক্ষিপ্ত হন এই গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট)। শুধু ক্ষিপ্তই হননি ডা. সোনিয়া আহমেদ। দিয়েছেন দেখে নেয়াসহ নানা ধরণে হুমকী।
২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনী ও প্রসূতি